REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য /১০ দুই পয়সা বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি। সত্বর দরের জন্য পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং লিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টার:—
শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
২নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

২৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২০শে ফাল্গুন বুধবার ১৩৪৮ ইংরাজী 4th March 1942 | ৩৮শ সংখ্যা

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

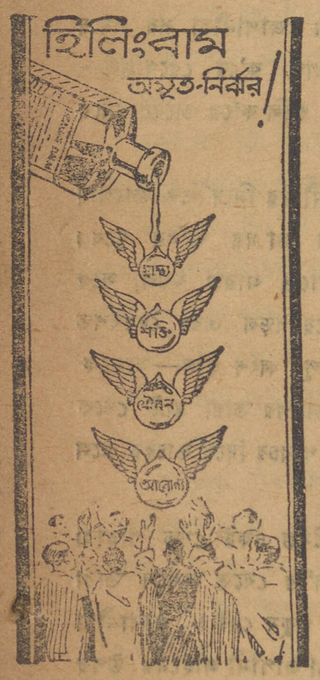

৪৫ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর-সি-এস প্রভৃতি উপাধি-ধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠ-পোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন:—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ-আর-সি-এস ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুষং এম-ডি ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২॥০, ছোট ১৷০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব বীমা প্রতিষ্ঠান

ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

ইহাতে জীবন-বীমা করিয়া সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করুন।

আর্থিক পরিচয়

নূতন বীমা	...	প্রায় ৩ কোটি টাকা
মোট চল্‌তি বীমা	...	১৮ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল	...	৩ „ „ „ „
মোট সম্পত্তি	...	৪ „ ৫ „ „ „
দাবী শোধ (১৯০৭-৪০)		২ „ ২৫

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মান্দ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

এজেন্সি:—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়া, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

স্যাঙো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত, আমবাত, সর্দ্দি, কাশ সমস্তই স্যাঙো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকালব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥০

ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

মহা সমর! মহা সমর!!

এই দুর্দ্দিনে দেশের অর্থ দেশে রাখুন। এবং দেশের সহস্র সহস্র নরনারীর অন্ন-সংস্থানের সহায়তা করুন। ভারতে উৎপন্ন তামাকে হাতে তৈয়ারী ভারত বিখ্যাত

মোহিনী বিড়ি

যাহা মোহিনী বিড়ি, মোহিনী ২৪৭ বা ২৪৭ নং বিড়ি বলিয়া পরিচিত, সেবন করুন। ধূমপানে পূর্ণ আমোদ পাইবেন। আমাদের প্রস্তুত বিড়ি, বিশুদ্ধতার গ্যারাণ্টি দিয়া বিক্রয় করা হয়। পাইকারী দরের জন্য লিখুন।

একমাত্র প্রস্তুতকারক ও স্বত্বাধিকারী

মুলজী সিক্কা এণ্ড কোং

হেড অফিস—৫১, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ:—১৬০ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা, সরায়গঞ্জ, মজঃফরপুর বি-এন-ডবলিউ-আর।

ফ্যাক্টরী—মোহিনী বিড়ি ওয়ার্কস, গোণ্ডিয়া (সি, পি) বি-এন-আর।

আমাদের নিকট বিড়ি প্রস্তুতের বিশুদ্ধ তামাক ও পাতা খুচরা ও পাইকারী হিসাবে পাওয়া যায়।

দরের জন্য পত্র লিখুন।

Buy
DEFENCE SAVINGS
Certificate
AND
INDIA DEFENCE BOND
TO MAKE INDIA STRONG.

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২০শে ফাল্গুন বুধবার, সন ১৩৪৮ সাল।

পাক্ষিক পত্র

—•—

অল্প কিছুদিন হ'ল ব্রিটেন-ইরান-রাশিয়ার মধ্যে একটা চুক্তি বা সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই সন্ধির মর্ম হচ্ছে এই যে যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন মিত্রপক্ষ ইরানের সীমায় তাঁদের সৈন্যবহর, নৌবহর এবং বিমান বহর রাখতে পারবেন। ইরানের স্বাধীনতায় তাঁরা হস্তক্ষেপ করবেন না। এবং যুদ্ধ থেমে যাবার ৬ মাস পরে সৈন্য, বিমান এবং নৌবল ইরান থেকে সরিয়ে নেবেন।

এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ায় অ্যাক্সিসের বড়ই অসুবিধা ঘটল। কি ক'রে ঘটল সেই কথাটাই আলোচনা ক'রে দেখা যাক।

বলা বাহুল্য যে ইরানের ভিতর দিয়েই জার্মানসৈন্য এবং নাৎসি পুলিস ভারতবর্ষে আসার পরিকল্পনা ক'রে আসছে বহুদিন ধ'রে। কাজেই এই নাৎসি পরিকল্পনা ব্যর্থ করতে হ'লে ইরান যে ব্রিটিশ পক্ষে থাকা কত আবশ্যক তা সহজেই অনুমান করা যায়। কেননা ইরানে এসে বসতে পারলে হিটলারের পক্ষে ইউরোপ এবং এসিয়ায় যত তেল উৎপাদন হয় তার এক চতুর্থাংশেরও বেশী তেলের অধিকারী হ'য়ে ওঠার সম্ভাবনা। হিটলারের এই পরিকল্পনা অনেকখানি ব্যর্থ ক'রে দিয়েছে রাশিয়ার রণনৈপুণ্য। ককেসাসের পথ আপাতত জার্মানির পক্ষে বন্ধ হয়েছে—ভবিষ্যতের জন্যও বন্ধ হবে এ আশা আমাদের মনে জেগেছে। ইরানের পথে রাশিয়ায় প্রচুর সাহায্য যেতে পেরেছে এবং এখনও যাচ্ছে। কাজেই ভারতবর্ষ রক্ষার দিক দিয়ে ইরান এবং ককেসাস্ এখন প্রায় একযোগে কাজ করতে পারবে।

প্রশ্ন হ'তে পারে হিটলারের সৈন্যদল যখন দক্ষিণ রাশিয়া থেকে হটে যাচ্ছে তখন ইরানের সঙ্গে সন্ধি করার নতুন ক'রে আর কি দরকার ছিল। এর উত্তরে বলা যায় হিটলার রাশিয়া থেকে হটে গেলেও অন্য পথে মধ্যপূব অঞ্চলে আক্রমণ চালাতে পারে। অ্যাক্সিস শক্তি সুয়েজ নেবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা ভবিষ্যতে করবে ব'লেই মনে হয়। সেইটে আগে থাকতেই আশঙ্কা ক'রে এই সাবধানতা অবলম্বন করা হ'ল।

ইউরোপের গায়ের জোরের শাসক হিটলারই যে ইরানের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষে আসার প্রথম স্বপ্ন দেখছেন তা নয়। ইতিপূর্ব্বে আরও কেউ কেউ দেখেছেন। প্রায় ১৪০ বছর আগে নেপোলিয়ন পার্সিয়ার শা'কে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার ক'রে ভারত অভিযান চালানোর চেষ্টা করেছিলেন, এবং সেজন্য ফরাসী এবং রুশ সৈন্যের সহযোগিতাও দেওয়া হয়েছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী শাসক এবং রাশিয়ার 'জার' এই অভিযান কি ভাবে চালানো হবে একযোগে তার পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন। তারপর ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন ব্রিটেন অভিযান সাফল্যের সঙ্গে চালানোর আর আশা রইল না, তখন নেপোলিয়ন তাঁর পূর্ব্ব মিত্র রাশিয়াকেই আক্রমণ ক'রে বসলেন। এই সময় নেপোলিয়ন টেহেরানে একজন ফরাসী দূত পাঠালেন। দূত এসে প্রস্তাব করলেন জর্জিয়া প্রদেশটিকে ইরানের অন্তর্ভুক্ত ক'রে দেওয়া হবে। এইভাবে 'শ'কে প্রলুব্ধ ক'রে ফ্রান্সের সঙ্গে মিলে ভারত অভিযানে রাজি করাতে চেষ্টা করেন।

তারপর জার্মানির কাইজার বিল্‌হেল্‌ম্ তুরস্কের সৈন্যের সাহায্যে ইরানের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। গত মহাযুদ্ধের বহু আগে থাকতেই তিনি পার্সিয়ার শা'র উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা ক'রে আসছিলেন।

এইভাবে দেখা যায় জার্মানি হাজার রকম উপায়ে পার্সিয়াকে হাত ক'রে মতলব সিদ্ধির কল্পনা করেছে, কিন্তু বার বার তার সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। হিটলারের উদ্দেশ্যও ব্রিটিশ পক্ষের পূর্ব্ব সতর্কতায় এ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে এসেছে। কাজেই বর্ত্তমানের এই ব্রিটিশ-ইরানীয়ান-রাশিয়ান চুক্তিটিকে ছোট ব্যাপার ব'লে মনে করার কোনো কারণ নেই। ভারতবর্ষ রক্ষার দিক দিয়ে এর গুরুত্ব যে কতখানি, তা যথাসময়ে ভালভাবে বোঝা যাবে।

পশ্চিম আফ্রিকায় 'আইভরি কোস্ট'-এ কাওদিও আদিওমানি নামক এক রাজা আছেন। এঁর প্রজার সংখ্যা ২,০০০০০। এরা আব্রন জাতি। এরা সবাই মিলে সম্প্রতি স্বাধীন ফরাসী বাহিনীতে এসে যোগ দিয়েছে। রাজা স্বয়ং, তাঁর পুত্র, ৫ জন প্রধান ব্যক্তি এবং কয়েক হাজার প্রজা একদিন হঠাৎ স্বাধীন ফরাসী পতাকা হাতে নিয়ে ব্রিটিশ গোল্ড কোষ্ট প্রদেশে এসে হাজির। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এবং ফরাসী কর্মচারীরা এঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিভাগ বৈমানিক তৈরী করার এক বিরাট পরিকল্পনা করেছেন। অ্যামেরিকার সৈন্য বিভাগের জন্য যে হাজার হাজার বৈমানিক তৈরী করা হচ্ছে তা ছাড়াও নৌবিভাগ বছরে ৩০,০০০ বৈমানিক তৈরী করিবেন।

"ডেইলি টেলিগ্রাফ" নামক ইংরেজী সংবাদ-পত্র জাপানের পরিণাম বিষয়ে চমৎকার একটি মন্তব্য করেছেন। তার মর্মার্থ হচ্ছে এই যে জাপানীরা জার্মানদের কাছ থেকে খুব যত্ন ক'রে বিশ্বাসঘাতকতার বিদ্যাটা শিখে নিয়েছে, কিন্তু প্রতিহিংসার দেবতার হাত থেকে তারা বাঁচতে পারবে না। জাপানীরা বহুবিস্তৃত ক্ষেত্রে তাদের শক্তি ছড়িয়ে দিয়ে যে জুয়ার চাল চেলেছে তা উন্মাদের চাল ছাড়া আর কিছু নয়। ইতিহাসে এত বড় উন্মত্ত চাল আর দেখা যায় না। কিন্তু এ চালে তারা ব্যর্থ হবেই। ব্রিটিশ এবং অ্যামেরিকান নৌবহর যখন প্রশান্ত মহাসাগরে সমস্ত শক্তি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াবে তখনই জাপানের শক্তি একেবারে ভেঙে পড়বে।

পাক্ষিক পত্র

—•—

১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪২,—সিঙ্গাপুরের যুদ্ধ শেষ হ'ল। পৃথিবী জুড়ে চলছে যুদ্ধ—কত ভাগ্য বিপর্যয় হবে—কত সাময়িক ক্ষতি হবে কিন্তু যত ক্ষতিই হোক—এ ক্ষতি পূরণ হবে সেই দিন, যেদিন ভারতীয় এবং অন্যান্য মিত্র-শক্তির সৈন্যদের আর জনসাধারণের বিরাট আত্মত্যাগ মিত্রপক্ষের চূড়ান্ত বিজয়ে সার্থক হবে।

যুদ্ধে সাময়িক জয়-পরাজয়ে চূড়ান্ত মীমাংসা হয় না—চূড়ান্ত মীমাংসা হয় স্থায়ী জয়লাভে। আর এই স্থায়ী জয়লাভেই মিত্রপক্ষ হয়েছে স্থির সংকল্প। পথ যত দীর্ঘ হোক, সে পথের শেষে যেতেই হবে, শত্রু যত ভীষণ হোক, তার ভীষণতাকে অগ্রাহ্য করতে হবে—তার যত শক্তি থাক, সে শক্তিকে চূর্ণ করতেই হবে।

অ্যাক্সিস শক্তি বছরের পর বছর ধ'রে নিরপরাধ, শান্তিপ্রিয় জাতির উপর অত্যাচার করবে ব'লে প্রস্তুত হয়েছে। তার মারণ-শক্তি অতি ভীষণ। তাকে চূর্ণ করা সহজ কাজ নয়। হঠাৎ একদিনে হবে না। আয়োজন চলছে, অ্যামেরিকার মত বিরাট শক্তি আজ ব্রিটেনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। রাশিয়ায় এবং চীনদেশে শত্রু ধ্বংসের কাজ চলেছে নিয়মিত, কিন্তু শত্রুরা রক্তবীজের বংশ। শেষ হ'য়েও শেষ হ'তে চায় না। যখন অ্যামেরিকায় হাজার হাজার বিমান তৈরী হবে, হাজার হাজার ট্যাঙ্ক তৈরী হবে—লক্ষ লক্ষ টন জাহাজ তৈরী হবে—যখন ব্রিটেনের বিমান, ট্যাঙ্ক এবং জাহাজ, অ্যামেরিকার শক্তির সঙ্গে এক হ'য়ে মিলবে—যখন চীনদেশের আর ভারতবর্ষের—অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজীল্যাণ্ড আর ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডীজের সমস্ত শক্তি একসঙ্গে মিলবে তখন শত্রু ধ্বংসের শেষ কাজ আরম্ভ হবে।

সমস্ত শক্তি প্রস্তুত হ'য়ে একত্র এসে মিলতে খুব বেশি দেরি হবে না—কাজ দৃঢ় সংকল্প এবং অদম্য তৎপরতার সঙ্গে আরম্ভ হয়েছে। সাময়িক ভাগ্যবিপর্যয়ে দ'মে যাবার লেশমাত্র কারণ নেই।

এ যুদ্ধের ইতিহাস যেদিন লেখা হবে, সেদিন ভারতীয় সৈন্যদের অপূর্ব্ব বীরত্ব সাহস এবং কর্মকুশলতার কথা তা থেকে বাদ পড়বে না। মালয়ের যুদ্ধে তারা যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে তার দু একটা গল্প এইখানে বলা হচ্ছে।

এক সময় তিনজন ভারতীয় সৈন্য তাদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে, এবং জাপানীরা তাদের ধ'রে ফেলে। একজন দোভাষীর সাহায্যে জাপানীরা তাদের বলে যে তারা যদি জাপানী সৈন্যদের একটা বিশেষ ব্রিটিশ ঘাঁটির পিছনে নিয়ে যেতে পারে তা হ'লে তাদের বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে। ভারতীয় সৈন্যরা তাতে রাজি হওয়ার ভান করলে! তারা জাপানীদের সৈন্য-শ্রেণীর আগে আগে মার্চ ক'রে যেতে লাগল। জাপানীরা সব সময়ে তাদের পিঠের দিকে বন্দুক খাড়া ক'রে রেখেছিল—বিশ্বাসঘাতকতা করলে তৎক্ষণাৎ গুলি ক'রে তাদের মেরে ফেলবে।

কিন্তু ভারতীয় সৈন্যরা জাপানীদের নির্দেশিত জায়গায় না নিয়ে তাদের নিয়ে ফেলল তাদের গুলির মুখে। ব্রিটিশপক্ষ ভীষণভাবে গুলি চালাতে আরম্ভ করল, সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সৈন্যরা মাটিতে শুয়ে পড়ল এবং দৈববশত বেঁচে গেল। জাপানী সৈন্যরা সম্পূর্ণ ধ্বংশ হ'ল—মনেকে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পালিয়ে গেল। তারপর তারা মাটি থেকে উঠে ব্রিটিশদের কাছে নিজেদের পরিচয় দিয়ে তাদের দলে মিশে গেল।

এক জায়গায় দুজন ডোগরা সৈন্য একটা সেতু পাহারা দিচ্ছিল। জাপানীরা তাদের স'রে যেতে বললে তারা জবাব দিলে তাদের স'রে যাবার হুকুম নেই। জাপানীরা তাদের ঘিরে ফেললে, কিন্তু তারা জাপানী লাইনের উপর গুলি চালাতে লাগল—এবং লাইন ভেদ ক'রে বেরিয়ে এল। তারা যখন ফিরে আসে তখন দেখতে পেল জাপানীরা তাদের অনেক অস্ত্রশস্ত্র ফেলে গেছে। সেইগুলো তারা ৪৫ মাইল বহন ক'রে এনেছিল।

পূব দিকের রণক্ষেত্রে একজন ভারতীয় গোলন্দাজ একটা বড় কামানসহ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে। কিন্তু আহত না হওয়া পর্যন্ত সে কামান ছাড়েনি। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে সে কামান ছাড়ার পর রাইফেল নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে নিজের দলের সঙ্গে এসে মিলতে সক্ষম হয়।

বিমান ধ্বংসী একটা দল কোটাভারুর দিকে যেতে থাকে কিন্তু কোটাভারু ইতিমধ্যেই জাপানীরা দখল ক'রে ফেলেছে। এই দলের তিন জনকে জাপানীরা বন্দী করে। কিন্তু দুই দিন বন্দী অবস্থায় থাকার পর এই সৈন্যরা একটা জানালা দিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু সামনে তাদের কালেণ্টান নদী! তখন তারা সাঁতার কেটে নদী পার হ'য়ে দক্ষিণ দিকে যেতে থাকে। তাদের উপর গোলা বর্ষণ আরম্ভ হয়, তখন তারা একটা জায়গায় নদী আবার পার হয়। এইখানে নদী আধ মাইল চওড়া ছিল। কিন্তু তবু তারা সাফল্যের সঙ্গে নিজেদের দলে এসে মিলতে সক্ষম হয়।

ভারতীয় সৈন্যদের উপস্থিত বুদ্ধি এবং সাহসের আরও অনেক কাহিনী আছে। এরা যে পৃথিবীর কোনো দেশের সৈন্যদের চেয়েই কোনো অংশে কম নয়, তা এবারের যুদ্ধে বিশেষভাবেই প্রমাণ হয়েছে।

নীলামের ইস্তাহার

চৌকী জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্‌সেফী আদালত

নীলামের দিন ১৬ই মার্চ্চ ১৯৪২

১৯৪২ সালের ডিক্রীজারী

৪১ থাং ডিঃ শ্রীমতী রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী দেং জামর্দ্দি সেখ দিং দাবি ১১৸৶৬ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে শ্রীমন্তপুর ১-৯১ শতকের কাত ৪।৶৯ আঃ ১০৲ খং ৩৭৮

৫২ থাং ডিঃ ঐ দেং বিধুভূষণ ঘোষ দাবি ২৭৸৶৬ থানা ঐ মৌজে অনুপনগর ১-৫৪ শতকের কাত ৩৸৶১০ আঃ ২০৲ খং ২২৩৬

৫০ থাং ডিঃ সেবাইত সুকুমারী রায় দিং দেং যোগমায়া দেবী দাবি ১৭৶৩ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে অনুপপুর ৮৬৬ শতকের কাত ২৲ আঃ ১০৲ খং ১০০

১৯৪১ সালের ডিক্রীজারী

৬৯২ থাং ডিঃ সেবাইত মহান্ত ভগবান দাস দেং দিগ্বাসিনী মালিনী দাবি ২০৸৶৯ থানা সাগরদীঘি মৌজে জাগলাই ৩৬ শতকের কাত ৫॥৶৯ আঃ ১০৲ খং ২০৯

৬৯৩ থাং ডিঃ ঐ দেং দিগ্বাসিনী মালিনী দিং দাবি ১১৸৶০ থানা ঐ মৌজে ঐ ১-৮৪ শতকের কাত ১২।৶০ আঃ ১৫৲ খং ২০৮

৮২৭ থাং ডিঃ মহারাজ কুমার সিতাংশুকান্ত আচার্য্য বাহাদুর দেং আবদুল রহমান বিশ্বাস দিং দাবি ১৪।৶০ থানা সুতী মৌজে ডিঃ প্রাঃ নারায়ণপুর ২-০ শতকের কাত ৬৲ আঃ ১০৲ খং ১৭৩

৮২৯ থাং ডিঃ ঐ দেং সাহেবজান মণ্ডল দাবি ১৪৶৯ থানা ঐ মৌজে ঐ ১-৭১ শতকের কাত ৫৸৶৩ আঃ ১০৲ খং ১১৪০

৮৩২ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৪৶০ থানা ঐ মৌজে ঐ ১-৬৭ শতকের কাত ৫৸৶৩ আঃ ১০৲ খং ১১৪১

৮২৮ থাং ডিঃ ঐ দেং সাহেবজান মণ্ডল দিং দাবি ১৫।৶০ থানা ঐ মৌজে নন্দনপুর ১-৭০ শতকের কাত ৫৲ আঃ ১০৲ খং ৪৩৬

৮৩০ থাং ডিঃ ঐ দেং আবদুল কুদ্দুস বিশ্বাস দাবি ২২৸৶০ থানা ঐ মৌজে ইমামনগর ২০৸০ বিঘার কাত ১৩॥৶০ আঃ ২০৲

৮৩১ থাং ডিঃ ঐ দেং উমেতল্লা বিশ্বাস দিং দাবি ২৩॥৶৩ থানা ঐ মৌজে নিজ নারায়ণপুর ২১৩॥ বিঘার কাত ১৩৲ আঃ ২০৲ খং ৫০৩

৮৩৩ থাং ডিঃ ঐ দেং আবদুল গোফুর মণ্ডল দাবি ১৭।৶৯ থানা ঐ মৌজে ঐ ১০৶০ বিঘার কাত ১০৲ আঃ ১৫৲ খং ৮।২

৬০৮ থাং ডিঃ সেবাইত মনোহর দাস মহান্ত দেং মতলব সেখ দিং দাবি ৪৩৶৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে মোড়গ্রাম ১৬৫ শতকের কাত ৫৸০ আঃ ১৫৲ খং ১১৫৫

৬১১ থাং ডিঃ আইজান্নেসা বিবি দেং শ্যামাপদ রায় দিং দাবি ৫৪।৬ থানা ঐ মৌজে গাঙ্গাড্ডা ২-৮৭ শতকের কাত ১৩॥৶০ আঃ ৪০৲ খং ২৪৬

চৌকি জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত

নীলামের দিন ৯ই মার্চ্চ ১৯৪২

১৯৪২ সালের ডিক্রীজারী

১৬ থাং ডিঃ পঙ্কজকুমার দাস দেং সামরু সেখ দাবি ২০॥৶৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে চরকা ৭৮ শতকের কাত ৩৶০ আঃ ১৫৲ খং ৩৬২ রায়ত স্থিতিবান

চৌকী জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত

নীলামের দিন ১০ই মার্চ্চ ১৯৪২

১৯৪১ সালের ডিক্রীজারী

৯৪০ থাং ডিঃ রিসিভার হরেন্দ্রনাথ দাস দেং শক্তি কুমার চৌধুরী দিং দাবি ৩৩৸৶০ থানা সুতী মৌজে একাটিয়া ১৬১ শতকের কাত ৪॥১ আঃ ২৫৲ খং ৩৫৬

চৌকী জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত

নীলামের দিন ১১ই মার্চ্চ ১৯৪২

১৯৪১ সালের ডিক্রীজারী

১০০৪ থাং ডিঃ বাঁশরীমোহন সেন দিং দেং শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায় উকিল দাবি ১২৸০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মণ্ডলপুর ৯ শতকের কাত ১৶৩ আঃ ৫৲ খং ৪৫৬ অধীনস্থ খং ৪৫৭ রায়ত স্থিতিবান

১০০৬ থাং ডিঃ রিসিভার হরেন্দ্রনাথ দাস দেং মহেন্দ্র নারায়ণ সিংহ দিং দাবি ৩৯॥৩ থানা সুতী মৌজে আমডোল ২-৫৪ শতকের কাত ৬৸৬ আঃ ৩০৲ খং ১৫৬ রায়ত স্থিতিবান

১০০৮ থাং ডিঃ ঐ দেং লক্ষ্মীভূষণ সাহা দিং নাবালক পক্ষে অলি মাতা ও স্বয়ং তারিণী দাস্যা দাবি ৩৪॥৶৬ থানা ঐ মৌজে ঐ ২-৪৪ শতকের কাত ৭।৶০ আঃ ২৫৲ খং ৪২ রায়ত স্থিতিবান

৮০৫ থাং ডিঃ অধরচন্দ্র মণ্ডল দেং জেরদা বিবি দিং দাবি ১১।৶৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রামচন্দ্রবাটী ১০ শতকের কাত ৮৶০ আঃ ৫৲ খং ৭২১

চৌকী জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত

নীলামের দিন ১২ই মার্চ্চ ১৯৪২

১৯৩৯ সালের ডিক্রীজারী

৪১৪ থাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায় দিং দেং হরিগোপাল ভঞ্জ দাবি ১৪৶০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বিজয়পুর ১১ শতকের কাত ১৶৮৶ আঃ ৫৲ খং ৭১৪

১৯৪১ সালের ডিক্রীজারী

৭৬৬ থাং ডিঃ সেবাইত শ্যামাচরণ নাথ দিং দেং হেমন্ত কুমার সরকার দাবি ২৭।৶৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মঙ্গলজুন ১-৭৩ শতকের কাত ৫৲ আঃ ১৫৲ খং ১২৭

৯১৬ থাং ডিঃ ঐ দেং অবিনাশচন্দ্র পাল দিং দাবি ২৫৸৶৬ থানা ঐ মৌজে দেউলী ১-৩৪ শতকের কাত ৪৲ আঃ ১০৲ খং ৭

৯১৭ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৪॥৶০ মৌজাদি ঐ ১-৭ শতকের কাত ৩।০ আঃ ১০৲ খং ১১

৯১৮ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২১৶০ মৌজাদি ঐ ৯৩ শতকের কাত ২৶৬ আঃ ৫৲ খং ৮

৬৭০ থাং ডিঃ অধরচন্দ্র মণ্ডল দেং মুশুরুদ্দিন সেখ দিং দাবি ১৯।৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কুতুবপুর ৩২ শতকের কাত ২৶০ আঃ ৫৲ খং ৫৪

৬৭১ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৫॥৶০ মৌজাদি ঐ ১৯ শতকের কাত ১৸৶০ আঃ ৫৲ খং ১৩৯

৯৮৮ থাং ডিঃ সেহেরুদ্দিন বিশ্বাস দিং দেং ইয়াসিন মিঞা নাবালক পক্ষে অলি পিতা ও স্বয়ং মহাতাব হোসেন মিঞা দাবি ১৪।৩ থানা সুতী মৌজে মহেশাইল ২১ শতকের কাত ১॥০ আঃ ৫৲ খং ২৭২৮ রায়ত স্থিতিবান

১০৩০ থাং ডিঃ রিসিভার হরেন্দ্রনাথ দাস দেং চন্দ্র মণ্ডল দাবি ৪২৸৶৩ থানা সুতী মৌজে হাজিপুর ২০৪ শতকের কাত ৪॥৶০ নিজাংশে ২।৶০ আঃ ১৫৲ খং ৩৯

১৯৪২ সালের ডিক্রীজারী

৭৯ থাং ডিঃ বাহারালী সেখ দিং দেং নাথু সেখ দাবি ১৬।৩ থানা সুতী মৌজে ধরমপুর সেটেলমেণ্ট মতে পুরাপাড়া ।১॥০ জমির কাত ২.৶০ আঃ ৫৲ খং ২৯৪ কোরফা স্বত্ব

৮০ থাং ডিঃ বিনয়কুমার সেন দিং দেং আবদুল হানিফ সেখ দাবি ২৪৶৬ থানা সুতী মৌজে আলোয়ানী ২॥০ বিঘার কাত ২॥০ আঃ ১০৲ খং ৭৮ রায়ত স্থিতিবান

হারাণো জিনিষ প্রাপ্তি

গত ২রা ফাল্গুন শনিবার বন্যেশ্বর হইতে মির্জ্জাপুরের পথে বস্তায় বাঁধা কতকগুলি তৈজস পড়িয়া পাওয়া গিয়াছে। মালিক, উপযুক্ত প্রমাণ দিয়া জিনিসগুলি আমার নিকট হইতে লইয়া যাইবেন।

শ্রীপার্ব্বতীচরণ রায়
ব্রাহ্মণটুলি—জঙ্গিপুর।

আমাদের নিবেদন

গত ১৩ই ফাল্গুন তারিখের "জঙ্গিপুর সংবাদ" প্রকাশিত হয় নাই।

সুসংবাদ ! সুসংবাদ !!

জটিল দুরারোগ্য ও পুরাতন পীড়ার চিকিৎসার জন্য সুপ্রসিদ্ধ অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস, এম-বি, হোমিও মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করুন। তিনি এযাবৎ বহু সংখ্যক জটিল ও পুরাতন রোগীর সাফল্যের সহিত চিকিৎসা করিয়া আসিতেছেন। ডাকযোগেও চিকিৎসা করা হয়। কলিকাতার দরে যাবতীয় সরঞ্জামসহ হোমিও-প্যাথিক ঔষধ বিক্রয় হয়।

বিনামূল্যে পশু-চিকিৎসা করা হয়।

ডাঃ স্বর্গীয় সীতানাথ দাসের পুত্র
গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারীকৃত ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত
ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস, এম-বি, হোমিও
"সর্ব্বমঙ্গলা ঔষধালয়"
পোঃ রাজগাঁ — বীরভূম।

সস্তায় রবার ষ্ট্যাম্প

সকল প্রকার রবার ষ্ট্যাম্প এক সপ্তাহের মধ্যে সরবরাহ করা হয়। সমস্ত ষ্ট্যাম্পই কলিকাতায় প্রস্তুত এবং কলিকাতার অন্যান্য কারখানা অপেক্ষা জিনিষ ভাল অথচ দামে সস্তা। রবারের পকেট প্রেস, ডেটিং ষ্ট্যাম্প, সেল্‌ফ-ইঙ্কিং প্যাড ও কালী সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রাপ্তিস্থান—"পণ্ডিত-প্রেস"
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

শিক্ষক মহাশয়গণের নিকট নিবেদন

আমরা ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট কাগজে স্কুলের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার হাজিরা বহি, ভর্ত্তি বহি, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, বেতন আদায়ের রসিদ বহি প্রভৃতি মজুত রাখিয়াছি। দরকার হইলে আমাদের নিকট হইতে লইবেন। খাতাগুলি ভালভাবে বাইণ্ডিং করা।

বাংলা ভাষায় (প্রাইমারী স্কুলের জন্য)

হাজিরা বহি (২০ পাতার)	॥০
" ৪০ "	৸৶০
ভর্ত্তি বহি	॥৶০
ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (২০ পাতার)	।৶০
রসিদ বহি (১০০ পাতার)	।৵০

For M. E. & H. E. SCHOOLS.

Students' Attendance Register with Fee realisation (25 pages)	-/15/-
Teachers' Attedance (25 pages)	-/15/-
First Admission Form (100 sheets)	1/8/-
Transfer Certificate (100 sheets) (Triplicate.)	3/8/-
Receipt Book (for fee collection) (100 pages in each Book)	-/8/-
Letter Heading ½ Foolscap size 100	1/-/-
Do. ¼ Foolscap 100	-/12/-

ফরম সাপ্লাই এজেন্সী
পণ্ডিত প্রেস
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

নূতন চিকানা

মনিগ্রামের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক
পক্ষাঘাত, বাত, উন্মাদ, কাস, শ্বাস, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, ব্লডপ্রেসার, বেরিবেরি—প্রভৃতি পীড়ার চিকিৎসায় পারদর্শী

কবিরাজ—
শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী বিশ্বাস কবিরত্ন,
এম-বি-সি-এ, (গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড)
মনিগ্রাম বাসন্তীতলা
পোঃ মনিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

রজঃশশী

আয়ুর্ব্বেদ ভবন

যথাসম্ভব সুলভে বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

(স্থাপিত সন ১৩৩২ সাল)

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান চিকিৎসক

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন

প্রধান ঔষধালয় :— রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ।

শাখা ঔষধালয় :— জঙ্গীপুর (বাবুবাজার।

আয়ুর্ব্বেদীয় সকল রকম আসব, অরিষ্ট, মোদক, বটী, তৈল, ঘৃত, চূর্ণ ও ধাতুভস্মাদি সর্ব্বদা প্রচুর মজুত থাকে। মফঃস্বলের চিকিৎসকগণকে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া হয়।

পণ্ডিত প্রেস

রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ

উচ্চশ্রেণীর ছাপার জন্য বিখ্যাত

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আয়ুর্ব্বেদিক হোমিও ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। ডাক্তার বি, রায়কে পত্র লিখিয়া জানুন।

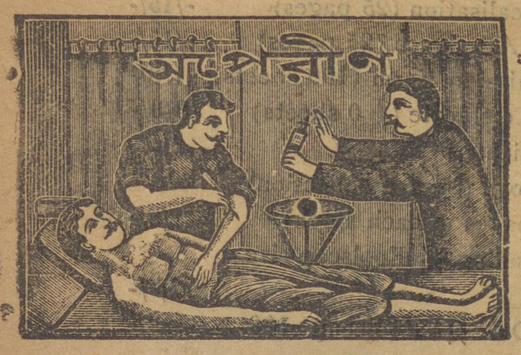

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

ডাক্তার আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী ...গী, ফোড়া, কারবঙ্কল, টুনুকা, মুখের ব্রণ পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণাপ্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয় মূল্য বড় শিশি ১৲ মাশুল সমেত ১।৵০ ।৵০ আনার টিকেট পাঠাইলে স্যাম্পেল শিশি পাইবেন।

মৃতের জীবন :—ভাইট্যালী—{ বহুবিধ রোগনাশক জীবনীশক্তিবর্দ্ধক টনিক।

(ডাক্তার আনন্দ ঋষি মরা মানুষ বাঁচাইতে পারিতেন। তিনি বহু গবেষণার পর জগতের হিতার্থে ভাইট্যালী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।) মানব জীবনের প্রধান উপাদান ভাইট্যাল পাওয়ার বা জীবনীশক্তি; উহার হ্রাস, বৃদ্ধিতে সমস্ত রোগ হয়। উহা ঠিক রাখিতে পারিলেই মানুষ দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হইতে পারেন। ... যাঁহারা মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, ধ্বজভঙ্গ, ডায়েবিটিস, ডিসপেপসিয়া, অম্ল, অজীর্ণ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, বাধক, স্মরণশক্তির হ্রাস, বাত ও অর্শ প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে মৃতপ্রায় হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ভাইট্যালী পরম বন্ধু। ইহা ভাইট্যাল পাওয়ার (জীবনীশক্তি) বৃদ্ধি করিয়া শীঘ্রই নীরোগ করে। যাঁহারা নানাবিধ ঔষধ খাইয়াও কোন ফল পান নাই তাঁহারা একবার মাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখুন। ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে ১ সপ্তাহের ঔষধ পাইবেন।

প্রায় এক মাসের ঔষধ এক শিশির মূল্য ১৲ মাত্র। ডাক মাশুল সমেত ১।৵০

প্রাপ্তিস্থান বি.রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস্ ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

সুরবল্লী

যে সব ডাক্তাররা সুরবল্লী ব্যবস্থা করে দেখে'ছেন তাঁরা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান

ব্রাঞ্চ ও এজেন্সি   পৃথিবীর সর্ব্বত্র

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

এম-এ, এফ-সি-এস (লণ্ডন), এম-এস-সি (আমেরিকা)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতানাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্যবিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, রক্তহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ—প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যাবতীয় রস ও স্ত্রীরোগের মহৌষধ। ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা, ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত